সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালা
(Values and Principles of Social Work Profession)

ইউনিট 3

ভূমিকা

'পেশা' বা 'profession' একটি সুপরিচিত শব্দ। সাধারণভাবে জীবনধারণ বা জীবিকা নির্বাহের উপায় বা পন্থাকে পেশা হিসেবে অভিহিত করা হলেও সকল জীবিকা নির্বাহের উপায় পেশা নয়। কেননা জীবিকা নির্বাহের উপায় বা পন্থাকে বলা হয় বৃত্তি বা occupation। কোনো বৃত্তি তখনই পেশার মর্যাদা লাভ করবে যদি তার সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি, বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য, পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা, পেশাগত সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ, পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ, জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা, ঐতিহাসিক পটভূমি এবং সামাজিক স্বীকৃতি থাকে। এদিক থেকে সকল পেশাকেই বৃত্তি বলা গেলেও সকল বৃত্তিকে পেশা হিসেবে অভিহিত করা যায় না। যেমন– রিক্সাচালক হচ্ছেন বৃত্তিজীবী এবং ডাক্তার হচ্ছেন পেশাজীবী। সকল পেশারই পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা রয়েছে, যা তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। সমাজকর্ম পেশার নিজস্ব কিছু পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা রয়েছে, যা পেশাগত অনুশীলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদায় স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, সকলের জন্য সমান সুযোগ, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ইত্যাদি সমাজকর্ম মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ–৩.১ : পেশার ধারণা
পাঠ–৩.২ : পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক
পাঠ–৩.৩ : সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব
পাঠ–৩.৪ : মূল্যবোধের ধারণা ও ধরন
পাঠ–৩.৫ : সমাজকর্ম মূল্যবোধের ধারণা
পাঠ–৩.৬ : সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালা এবং এর গুরুত্ব
পাঠ–৩.৭ : পেশা হিসেবে সমাজকর্ম

পাঠ-৩.১ পেশার ধারণা (The Concept of Profession)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১.১ বৃত্তি কী তা বলতে পারবেন।
৩.১.২ পেশা কী তা বলতে পারবেন।
৩.১.৩ পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩.১.১ বৃত্তি

বৃত্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'occupation'। বৃত্তি বলতে জীবন ধারণের সাধারণ উপায় বা অবলম্বনকে বুঝানো হয়। যার জন্য উচ্চতর তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। যেমন– কুলি, মজুর, রিক্সাচালনা, ঘরের কাজ, গৃহপরিচারিকার কাজ ইত্যাদি হচ্ছে বৃত্তির উদাহরণ। বৃত্তিজীবীরা ইচ্ছে করলেই তার বৃত্তি পরিবর্তন করে অন্য কোনো বৃত্তিতে সম্পৃক্ত হতে পারে। যেমন– একজন সক্ষম ভিক্ষুক ইচ্ছে করলেই ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে রিক্সা চালাতে পারে।

৩.১.২ পেশার ধারণা

বাংলা পেশা মূলত একটি ফারসি শব্দ। অন্যদিকে পেশার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Profession'। যার অভিধানিক অর্থ জীবিকা বা জীবন ধারণের বিশেষ উপায় (Occupation)। তবে জীবিকা নির্বাহের সকল উপায় বা পন্থা পেশা নয়।

যেমন– রিক্সাচালক ও ডাক্তারের কাজ উভয়ই জীবিকা নির্বাহের উপায় হলেও রিক্সচালকের কাজ বৃত্তি এবং ডাক্তারের কাজ পেশা হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা মানবজ্ঞানের কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখার উচ্চমানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করে সে জ্ঞানকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে তথা জীবন ধারণের উপায় হিসেবে প্রয়োগ করলে তা পেশা হিসেবে বিবেচিত হবে।

মনীষী এ. ই. বেন (A. E. Benn) এর মতে, "পেশা হলো অন্যকে নির্দেশনা, পরিচালনা বা উপদেশ প্রদানের এমন একটি জীবিকা যার জন্য বিশেষ জ্ঞানার্জন করতে হয়।" (Profession is a calling in which one professes to have acquired specialised knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others)

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, "পেশা হলো এমন একদল জনগোষ্ঠী যারা নির্দিষ্ট সামাজিক প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণে অভিন্ন সাধারণ মূল্যবোধ, দক্ষতা, কৌশল, জ্ঞান এবং বিশ্বাস অনুসরণ ও ব্যবহার করে।" (Profession is a group of people who use a common system of values, skills, techniques, knowledge and beliefs to meet a specific social need.)

এক্ষেত্রে Wilbert E. More তাঁর *"The Profession : Roles and Rules"* গ্রন্থে পেশার সংজ্ঞায় বলেন "পেশা হলো একটি সার্বক্ষণিক কর্ম, যা সেবাদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সহযোগীদের আলাদা পরিচিতি, বিশেষায়িত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ এবং সেবামুখীতা ও দায়িত্বপালনের মাধ্যমে স্বাতন্ত্রবোধ।"

সুতরাং পেশা বলতে বিশেষ কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপূণ্য, মূল্যবোধ, বিশেষ নীতি ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বৃত্তিকে বোঝায়, যা সাধারণত জনকল্যাণমূখী এবং পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। যে কোনো পেশাকে পরিপূর্ণ পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন করতে হয়।

৩.১.৩. পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড

কোনো বৃত্তি বা জীবিকা নির্বাহের উপায়কে পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে তার মধ্যে কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। কোনো বৃত্তি (occupation) পেশার (profession) মর্যাদা অর্জন করেছে কি না তা যেসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে মূল্যায়ন করা হয় সেগুলোকে পেশার মানদণ্ড বলা হয়। পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী আর্নেষ্ট গ্রীনউড (Earnest Greenwood) বৃত্তি সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে পেশার পাঁচটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (atributes) উল্লেখ করেন, তা হলো : ১) সুশৃঙ্খল তত্ত্ব (systematictheory), ২) পেশাগত কর্তৃত্ব (professional authority), ৩) সমাজের স্বীকৃতি (community sanction), ৪) পেশাগত নৈতিক মানদণ্ড (ethical codes); এবং ৫) পেশাগত সংস্কৃতি বা সংগঠন (professional culture or organization)।

অন্যদিকে Warner Boehm এর মতে, জনকল্যাণমুখীতা, বিজ্ঞানভিত্তিক সুশৃংখল জ্ঞান ও তত্ত্ব, পেশাগত কর্তৃত্ব, সামাজিক স্বীকৃতি ও নৈতিক মানদণ্ড এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য যদি কোনো বৃত্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে সেটিকে পেশা হিসেবে গণ্য করা যায়। মনীষী Charles D. Garvin (১৯৯৮) তাঁর *"Social Work in Contemporary Society"* গ্রন্থে পেশার বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে এর কতগুলো মানদণ্ড নির্ধারণ করেন। সেগুলো হলো সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, উচ্চ পর্যায়ের দক্ষতা, উপার্জনশীলতা, পেশাগত সংগঠন, পেশাগত নিয়ন্ত্রণ, পরিমাপযোগ্য ও পর্যবেক্ষনযোগ্য ফলাফল, ঝুঁকিপূর্ণদের সংরক্ষণ এবং সমাজের স্বীকৃতি।

সমাজবিজ্ঞানী Willam E. Wickenden বলেন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, নৈপূণ্য বা দক্ষতা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া মানসম্মত ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সুশৃঙ্খল নীতিমালা ও মূল্যবোধ, রাষ্ট্র বা সহকর্মীদের দ্বারা পেশাগত মর্যাদা এবং পেশাগত সংগঠন এই ছয়টি হচ্ছে পেশার বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন মনীষীদের প্রদত্ত মতামত বিশ্লেষণ করে পেশার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য ও মানদণ্ডগুলো স্থির করা যায় :

১. **সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি :** প্রত্যেকটি পেশারই সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকতে হয়। সে জ্ঞান হবে প্রচারযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য এবং যা অর্জিত, গঠিত ও বিকশিত হয়। পেশাগত সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি পেশাদার ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালনে সক্ষম করে তোলে।

২. **বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য :** পেশাদার ব্যক্তির জ্ঞান ও যোগ্যতাকে বাস্তবে প্রয়োগের জন্য বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য অর্জন আবশ্যক। পেশাদার ব্যক্তির শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না, জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার দক্ষতা ও নৈপূণ্যতা অর্জন করতে হবে। পেশাদার ব্যক্তির এরূপ দক্ষতা অর্জন ও অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করার নৈপূণ্য একটি মানসম্মত শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আসে।

৩. **পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা :** পেশাগত জ্ঞানকে পেশার উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করা প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তির পেশাগত দায়িত্ব। পেশাগত দায়িত্বের সাথে পেশাগত জবাবদিহিতা বিষয়টিও ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। যে কোনো পেশার উন্নয়ন ও বিকাশ যথাযথ পেশাগত দায়িত্ব পালন ও জবাবদিহিতার সাথে সম্পৃক্ত।

৪. **পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ :** পেশা নিজস্ব মূল্যবোধ ও নীতিমালা নির্ভর হয়ে থাকে। পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা একটি পেশাকে অপর পেশা থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা প্রদান করে। এছাড়া পেশাদার ব্যক্তির পেশাগত আচরণ নিয়ন্ত্রণে এই বৈশিষ্ট্য একান্ত আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন চিকিৎসক ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের আশায় রোগীকে অপ্রয়োজনীয় প্যাথলোজিক্যাল পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে পারেন না। অনুরূপভাবে একজন আইনজীবী বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা আদায়ের বিনিময়ে একই সঙ্গে উভয়পক্ষকে আইনী সহায়তা দিতে পারেন না।

৫. **পেশাগত নিয়ন্ত্রণ ও পেশাগত সংগঠন :** পেশাগত নিয়ন্ত্রণ যে কোনো পেশার পেশাগত মর্যাদা লাভের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এক্ষেত্রে বিধি-বিধান ও আইনের মাধ্যমে পেশার অন্তর্ভুক্তি, পেশাগত পরিচিতি, অনুশীলন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা উল্লেখযোগ্য। পেশাগত নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ হচ্ছে সার্টিফিকেট, লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন। পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে পেশার সামাজিক উন্নয়ন, স্বার্থ সংরক্ষণ তথা সার্বিক বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। পেশাগত সংগঠন পেশার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত।

৬. **সামাজিক স্বীকৃতি :** রাষ্ট্র বা সমাজকর্তৃক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ব্যতীত কোনো বৃত্তি পেশার মর্যাদা লাভ করতে পারে না। এই স্বীকৃতি সাধারণত সার্টিফিকেট, লাইসেন্স অথবা রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

৭. **জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা :** জনকল্যাণকে উদ্দেশ্য করে প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তি আয়ের উৎস হিসেবে তার অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবে প্রয়োগ করে থাকে। তাই জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা পেশার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যেমন– চিকিৎসা, আইন, শিক্ষকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উভয় জনকল্যাণমুখীতা ও উপাজনশীলতার দিকটি লক্ষণীয়।

৮. **ঐতিহাসিক পটভূমি ও বাস্তবমুখী জ্ঞান :** পেশাদার ব্যক্তির জ্ঞান অবশ্যই বাস্তবমুখী ও প্রয়োগ উপযোগী। এছাড়া প্রত্যেক পেশার পেশা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক পটভূমি বিদ্যমান। যার ফলে প্রতিটি পেশার নিজস্ব ঐতিহাসিক বিবর্তনের ইতিহাস গড়ে ওঠে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ডের আলোকে কোনো বৃত্তি বা জীবিকা পেশা কি না তা নির্ধারণ করা হয়। সেজন্য এগুলোকে পেশার মানদণ্ড হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সারসংক্ষেপ

পেশা বলতে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপূণ্য ও মর্যাদা সম্পন্ন কোন বৃত্তিকে বোঝায় । অন্যভাবে বলা যায়, কোন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান নির্ধারিত সময়ে অর্জন করে সে জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করে জীবিকা অর্জনের উপায় হচ্ছে পেশা। প্রত্যেক পেশার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট বা মানদণ্ড আছে, যা তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। পেশার বৈশিষ্ট্য ও মানদণ্ড সংক্রান্ত সমাজবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মত বিশ্লেষণ করলে পেশার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি, বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা, পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ, পেশাগত নিয়ন্ত্রণ ও পেশাগত সংগঠন, সামাজিক স্বীকৃতি এবং ঐতিহাসিক পটভূমি ও বাস্তবমুখী জ্ঞান হচ্ছে পেশার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড যেগুলোর উপস্থিতিতে কোন বৃত্তি পেশার মর্যাদা অর্জন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। পেশা শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?

ক) আরবি খ) ফারসি
গ) উর্দু ঘ) বাংলা

২। পেশা শব্দটির অভিধানিক অর্থ কী?

ক) কাজ খ) জীবিকা
গ) খাদ্য ঘ) ব্যবসা

পাঠ-৩.২ পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক (Relationship between Profession and Occupation)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.২.১ পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.২.২ পেশা ও বৃত্তির পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

৩.২.১ পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক

'পেশা' ও 'বৃত্তি' শব্দ দু'টি একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। মানব সভ্যতার শুরুর দিকে এই দুয়ের মধ্যে ততটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। তখন মূলত জীবিকা নির্বাহের নিমিত্তে যে কোনো কাজকেই পেশা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এছাড়া প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী 'পেশা' ও 'বৃত্তি' একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। বর্তমান সময়ে বিশেষ করে উন্নত দেশে শব্দ দুটোর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করা সম্ভব হলেও আমাদের মতো দেশে সর্বক্ষেত্রে পৃথক করা দুরূহ বিষয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য ও সত্য যে কোনো পেশা বৃত্তি না হয়ে পেশার মর্যাদা লাভ করে না। আবার সকল বৃত্তি পেশার মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে না। তাই বলা হয়, "সকল পেশাই বৃত্তি কিন্তু সকল বৃত্তি পেশা নয়।" যেমন– ডাক্তারী একাধারে বৃত্তি ও পেশা কিন্তু রিক্সাচালানো শুধু একটি বৃত্তি; কখনো পেশা নয়। পেশা ও বৃত্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা যায়, শাব্দিক অর্থে ও বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার আলোকে এদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও জীবিকা নির্বাহের অর্থনৈতিক পন্থা হিসেবে দুটির মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

৩.২.২ পেশা ও বৃত্তির পার্থক্য

পেশা (profession) বলতে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপূণ্য ও সুশৃঙ্খল জ্ঞান সম্পন্ন বৃত্তিকে বোঝানো হয়। প্রতিটি পেশার পেশাগত নৈতিক মানদণ্ড ও মূল্যবোধ থাকে যেগুলো এক পেশাকে অন্য পেশা হতে স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত করে। অন্যদিকে, বৃত্তি (occupation) বলতে জীবন নির্বাহের সাধারণ উপায়কে নির্দেশ করে যার জন্য তাত্ত্বিক জ্ঞানের আবশ্যকতা নেই। সুতরাং পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

পেশার জন্য নিজস্ব সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। পেশার সামাজিক উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক পেশারই পেশাগত সংগঠন রয়েছে। অন্যদিকে বৃত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানার্জনের বাধ্যবাধকতা নেই। বৃত্তির জন্য পেশাগত সংগঠনের আবশ্যকতা নেই। পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রতিটি পেশা পরিচালিত হয়। এসব নীতিমালা ও মূল্যবোধ পেশাদার ব্যক্তিকে তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ করে তোলে। কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে নৈতিক মানদণ্ড বা মূল্যবোধর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হলেও তা পরিবর্তনশীল এবং ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পেশার ক্ষেত্রে জনকল্যাণমুখীতা ও জবাবদিহিতা আবশ্যক। তবে বৃত্তির ক্ষেত্রে জনকল্যাণ ও জবাবদিহিতা

অনুপস্থিত থাকতে পারে। কেননা তা ব্যক্তি নির্ভর হয়ে থাকে। পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সামাজিক স্বীকৃতি; সামাজিক স্বীকৃতি ব্যতীত কল্যাণকামী হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো বৃত্তি পেশার মর্যাদা নাও পেতে পারে।

কোনো পেশাদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই পেশা পরিবর্তন করতে পারে না। অন্যদিকে, বৃত্তি সহজে পরিবর্তন করা যায়। যেমন– একজন প্রকৌশলী ইচ্ছা করলেই চিকিৎসক হতে পারবেন না। কিন্তু একজন দিনমজুর ইচ্ছা করলে রিক্সচালক হতে পারবেন। পেশার সঙ্গে দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়টি জড়িত হলেও বৃত্তির ক্ষেত্রে দক্ষতা ও যোগ্যতায় বিষয়টি ততটা মুখ্য বিষয় নয়। সুতরাং এটা প্রতীয়মান হয় যে, পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা যায় যে, "প্রত্যেক পেশাই বৃত্তি, কিন্তু প্রত্যেক বৃত্তিই পেশা নয়।"

সারসংক্ষেপ

সকল পেশাই বৃত্তি, তবে সকল বৃত্তিই পেশা নয়। বৃত্তি হচ্ছে জীবিকা নির্বাহের সাধারণ উপায় বা পন্থা। অন্যদিকে পেশা হলো বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপূণ্য, সুশৃঙ্খল জ্ঞান, নীতিমালা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন বৃত্তি। যেমন– রিক্সচালানোকে বৃত্তি বলা হবে এবং ডাক্তারীকে পেশা হিসেবে অভিহিত করা হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?
ক) সকল পেশাই বৃত্তি কিন্তু সকল বৃত্তি পেশা নয় খ) সকল পেশা বৃত্তি নয় কিন্তু সকল বৃত্তি পেশা
গ) সকল বৃত্তিই পেশা কিন্তু সকল পেশা বৃত্তি নয় ঘ) সকল বৃত্তিই পেশা ও সকল পেশাই বৃত্তি

২। নিচের কোনটি সর্বজন স্বীকৃত পেশা?
ক) শিক্ষকতা খ) ব্যবসা
গ) দিনমজুর ঘ) রাজমিস্ত্রী

৩. নিচের কোন কাজটি বৃত্তি?
ক) ওকালতি খ) ডাক্তারি
গ) অধ্যাপনা ঘ) দিনমজুরি

পাঠ-৩.৩ সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব (Characteristics and Importance of Social Work Profession)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৩.১ সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৩.২ সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৩.৩.১ সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য

সমাজকর্ম ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা বহুমুখী পেশা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানব হিতৈষী দর্শন এবং সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধভিত্তিক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্মের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য পেশা থেকে পৃথক সত্ত্বা লাভ করেছে।

সমাজকর্ম শুধু একটি পেশাগত প্রচেষ্টা নয়; এটি একটি বিজ্ঞান ও কলা। সমাজকর্ম হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞানের সেই শাখা যার নিজস্ব সমন্বিত জ্ঞানভাণ্ডার ও পেশাগত মূল্যবোধ রয়েছে এবং যেখানে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষারও সুযোগ রয়েছে।

মানুষ ও তার পরিবেশ এবং সামাজিক ভূমিকার প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ সমাজকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজকর্ম অনুশীলনে মানুষকে সামাজিক পরিবেশের আওতায় বিবেচনা করা হয়। মানুষ ও তার সমস্যাকে এককভাবে বিবেচনা করা হয় না। অর্থাৎ "Total person in the total enviroment" এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

সমাজকর্ম সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে একটি বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানবিক (humanitarian) এবং Empowering পেশা হিসেবে স্বীকৃত। ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করে সমাজের সার্বিক কল্যাণ আনয়নে সমাজকর্ম প্রয়াস চালায়।

সমাজকর্ম সামাজিক উন্নতি (social betterment) আনয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে caring, curing এবং changing হচ্ছে সমাজকর্ম পেশার তিনটি বিশেষ দিক। সমাজকর্ম মূল্যবোধ, জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক পেশাগত কর্মকাণ্ড, যা সামাজিক হস্তক্ষেপ, সামাজিক উপযোজন, সামাজিক উদ্ভাবন এবং পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন কৌশলের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলে।

সমাজকর্ম অনুশীলনে পরিবর্তন প্রতিনিধি ব্যবস্থা (change agent system), সাহায্যার্থী ব্যবস্থা (client system), লক্ষ্য ব্যবস্থা (target system) এবং কার্যক্রম ব্যবস্থা (action system) পেশাটিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। সমাজকর্ম একটি সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিভিত্তিক পেশা যার পদ্ধতি মূলত দুই ধরনের। যথা– মৌলিক সমাজকর্ম পদ্ধতি এবং সহায়ক সমাজকর্ম পদ্ধতি। ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন হচ্ছে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি। অন্যদিকে, সমাজকর্ম প্রশাসন, সামাজিক কার্যক্রম ও সমাজকর্ম গবেষণা হচ্ছে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি।

সমাজকর্ম পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে Charles Zastraw তাঁর *"Introduction to Social Work and Social Welfare"* গ্রন্থে বলেন, "Social work is distinct from other professions (such as- Psychology and Psychiatry) by virtue of the reponsibility and mandate to provide social service।"

সমাজকর্মের সেবাদান কার্যক্রমে পেশাদার সমাজকর্মীর পাশাপাশি সাহয্যার্থীও সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সক্রিয়, বহুমুখী ও গতিশীল (dynamic) ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সক্ষমকারী, সংযোগকারী, সমন্বয়কারী, মধ্যস্থাকারী, পরামর্শ প্রদানকারী, পরিবর্তনকারীসহ অনুঘটের ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজকর্মী পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে সাহায্যার্থীর মধ্যে কাঙ্খিত ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়নে করে যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালনে তাকে সক্ষম করে তোলে।

সাহায্যার্থীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক (rapport) স্থাপন সমাজকর্ম পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য পেশায় সাহায্যার্থীর সাথে পেশাজীবীর সুনির্দিষ্ট পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন নেই বললেই চলে। সমাজকর্ম অনুশীলনে সাহায্যার্থীর প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন অত্যাবশক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া সাহায্যার্থীর সাথে সমাজকর্মীর এই পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন, সমস্যা অনুধ্যান, সমস্যা নির্ণয়, সমস্যা সমাধান, অনুসরণ ও মূল্যায়ন সকল স্তরে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সমাজকর্ম মূল্যবোধ নিরক্ষেপ নয় বরং মূল্যবোধ নির্দেশিত (value guided) পেশা। সমাজকর্মের নিজস্ব পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা রয়েছে। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, সকলের সমান সুযোগ, আত্মপরিপূর্ণতার সুযোগ, সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য, ব্যক্তির প্রতি সমাজের কতর্ব্য, পর্যাপ্ত সুযোগ, আত্মনির্ভরতা, সম্পদের সবোত্তম ব্যবহার ও জীবন সংক্রান্ত সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে সমাজকর্মের নিজস্ব মূল্যবোধ।

সমাজকর্ম অনুশীলনে শৈল্পিক দক্ষতা প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্মীর সহমর্মিতা, আত্মবিযুক্ত ভালবাসা, উষ্ণতা, আন্তরিকতা, সৃজনশীলতা, কল্পনাশক্তি, বিচারবোধ ও ব্যক্তিগত ভঙ্গিমা হচ্ছে শৈল্পিক দক্ষতা। বর্তমানে সমাজকর্মের ক্ষেত্র বিকাশ ও প্রসার লাভ করেছে। পরিবার ও শিশুসেবা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন, মানসিক স্বাস্থ্য, কিশোর অপরাধ ও অপরাধ সংশোধন, প্রবীণকল্যাণ, আবসনসহ নানা ক্ষেত্রে সমাজকর্ম অনুশীলন হচ্ছে। এছাড়া মানবিক সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট সমাজকর্মের কিছু শাখা যেমন– চিকিৎসা সমাজকর্ম, ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম, সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম, বিদ্যালয় সমাজকর্ম, শিল্প সমাজকর্ম মিলিটারী সমাজকর্ম ও প্রবীণকল্যাণ, যা পেশাটির বৈচিত্র্যময় পরিধি তোলে ধরে।

বিশ্বব্যাপী সমাজকর্ম পেশার বিকাশ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে জাতীয় ও আন্তজাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের পেশাগত সংগঠন সক্রিয় রয়েছে। সমাজকর্মীদের পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণে এসব সংগঠনসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এসব সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স, ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স, ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক এসোসিয়েশন, সোসাইটি ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এ্যাণ্ড রিসার্চ, এসোসিয়েশন অব ফ্যামেলী কেস ওয়াকার্স, এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়াকার্স, ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স, ইণ্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্কুলস অব সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং এশিয়া পেসিফিক এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ার্ক। বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন নামে একটি পেশাদার সংগঠন বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার মানোন্নয়নে কার্যকর রয়েছে।

৩.৩.২ সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সমাজকর্মের পেশাগত অনুশীলন তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজকর্ম পেশার উন্নয়ন ও বিকাশে কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন, ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স, ইণ্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্কুলস অব সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং এশিয়া প্যাসিফিক এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশনের মতো সংগঠনসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে শিল্পসমাজের পরস্পর জটিল ও বহুমুখী সমস্যার পরিকল্পিত সমাধানে সমাজকর্ম পেশার উত্তরোত্তর প্রসার ঘটছে। বর্তমানে সমাজকর্ম বিশ্বব্যাপী একটি সর্বজনীন গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসেবে স্বীকৃত। সমাজকর্ম সমাজের অবহেলিত, অসুবিধাগ্রস্ত, বঞ্চিত, শোষিত ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর বাঞ্ছিত পরিবর্তন এবং স্বার্থ সংরক্ষণ তথা জীবনমান উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর প্রয়াস চালায়। ব্যক্তির মূল্যমর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলার প্রচেষ্টা হিসেবে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মানবধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নে সমাজকর্মীরা অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। নারীকল্যাণ, শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ, প্রবীনকল্যাণ, শ্রমকল্যাণ, প্রতিবন্ধীকল্যাণসহ সকল ক্ষেত্রেই সমাজকর্ম পেশার সফল প্রয়োগ লক্ষণীয়। আধুনিক সমাজে সমাজকর্ম একটি অপরিহার্য কল্যাণধর্মী পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বলা যায় যে, বর্তমান সমাজের বহুমুখী জটিল সমস্যার সমাধান ও বিভিন্ন মানুষের কল্যাণ সাধনে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একটি মানবিক ও এ্যাম্পাউয়ারিং পেশা, যা মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার করে। সমাজকর্ম একাধারে একটি বিজ্ঞান ও কলা হিসেবে caring, curing এবং changing এই ত্রিমুখী লক্ষ্যে এর জ্ঞান, মূল্যবোধ ও দক্ষতা প্রয়োগ করে। সমাজকর্মী পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে থাকে। সামাজিক উন্নতি (social betterment) আনয়নের লক্ষ্যে মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন এবং সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সমাজকর্ম গবেষণা, সামাজিক কার্যক্রম ও সমাজকল্যাণ প্রশাসন প্রয়োগ করে থাকে। সমাজকর্ম কৌশলের মধ্যে রয়েছে সামাজিক হস্তক্ষেপ, সামাজিক উপযোজন, সামাজিক উদ্ভাবন ও পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন, যা সমাজকর্ম পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তাই ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিভিত্তিক প্রচেষ্টা হিসেবে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আধুনিক বিশ্বের জটিল মনো-সামাজিক ও আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের একটি জ্ঞান, পদ্ধতি ও দক্ষতাভিত্তিক প্রয়াস হিসেবে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক) সামাজিক হস্তক্ষেপ খ) সাহায্য প্রদান

গ) নির্দিষ্ট জ্ঞান ঘ) নির্দিষ্ট দক্ষতা

পাঠ-৩.৪ মূল্যবোধের ধারণা ও ধরন (Conccpt and Types of Values)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৪.১ মূল্যবোধ ধারণাটি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
৩.৪.২ মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
৩.৪.৩ মূল্যবোধের ধরন বর্ণনা করতে পারবেন ।

৩.৪.১ মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধ একটি আপেক্ষিক ও বির্মূত ধারণা, যার মাধ্যমে মানুষের সামাজিক আচার-আচারণের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, মূল্যবোধ হলো সমাজকাঠামোর অপরিহার্য উপাদান, যা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার-আচারণকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী "মূল্যবোধ হলো সেসব প্রথা, আচরণের মানদণ্ড এবং নীতিমালা যেগুলো কোনো একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, দল অথবা ব্যক্তি প্রত্যাশিত বলে বিবেচনা করে।" (Values are the customs, standards of conduct and principles considered desirable by a culture, a group of people or individuals.)

আরমাণ্ডো টি. মরেলস ও বি. ডব্লিউ. শিফার (১৯৮৬) মূল্যবোধ সম্পর্কে বলেন, "মূল্যবোধ কর্মকাণ্ডের সুর্নিদিষ্ট কোনো লক্ষ্য নয় বরং লক্ষ্য নির্ণয়ের মানদণ্ড।" (Values are not the concret goals of action, but rather the 'criteria' by which goals are chosen.)

সমাজবিজ্ঞানী আর. এম. উইলিয়াম (R. M. William) এর মতে "মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড যার আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি পরিচালিত এবং যার মানদণ্ডে সমাজস্থ মানুষের কার্যাবলীর ভালমন্দ বিচার করা হয়।"

সুতরাং বলা যায়, মূল্যবোধ হলো মানুষের বিশ্বাসবোধ ও আচরণের মানদণ্ড ও যার আদর্শে মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত ও ভাল-মন্দ বিচার করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ন্যায়পরায়নতা, সাম্য, স্বাধীনতা ইত্যাদি হচ্ছে মূল্যবোধ; এবং শ্রমের মর্যাদা, সহযোগিতা, সহনশীলতা, শ্রদ্ধাবোধ, সামাজিক সাম্য, আইনের শাসন ইত্যাদি হচ্ছে মূল্যবোধের ভিত্তি।

৩.৪.২ মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য

মূল্যবোধ সমাজস্থ প্রত্যেক মানুষের জীবন ধারণের নির্দেশনা দিয়ে থাকে। মূল্যবোধ এক ধরনের বিশ্বাস, যা ব্যক্তি তথা মানুষের সার্বিক বিশ্বাস ব্যবস্থার (total belief system) কেন্দ্রে অবস্থান করে ব্যক্তির করণীয় অথবা মর্যাদা অর্জন সম্পর্কে বিশ্বাসবোধের জন্ম দেয়। বিভিন্ন সংজ্ঞা হতে মূল্যবোধের যে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় তা হলো :

১. মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস ও আদর্শের সমষ্টি;
২. মূল্যবোধ মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে;
৩. মূল্যবোধ একটি অলিখিত সামাজিক বিধান;
৪. মূল্যবোধ মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ বিচার করে;
৫. মূল্যবোধ একটি বিমূর্ত, অলিখিত ও আপেক্ষিক প্রত্যয়;
৬. মূল্যবোধের কোনো সর্বজনীন রূপ নেই– সমাজ ও সময়ভেদে পরিবর্তনশীল।

৩.৪.৩ মূল্যবোধের ধরন

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে সমাজে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধকে আশ্রয় করে জীবন যাপন করে। সমাজজীবনে মানুষ চার ধরনের মূল্যবোধের মুখোমুখী হয়। যথা– সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও পেশাগত মূল্যবোধ।

১. সামাজিক মূল্যবোধ : সামাজিক মূল্যবোধ সমাজের অন্যতম ভিত্তি, যা মানুষের সামাজিক সম্পর্ক এবং আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণভাবে বলা যায়, সামাজিক মূল্যবোধ হলো সেসব নীতিমালা, বিশ্বাস, দর্শন, ধ্যান-ধারণা ও সংকল্প, যা মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ই. ম্যারিল (Francises E. Meril) তাঁর *"Analysing Social Problems"* গ্রন্থে বলেন, "সামাজিক মূল্যবোধ হলো মানুষের দলীয় কল্যাণের জন্য আচরণ সংরক্ষণ করা, যা মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে।" সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, "সামাজিক মূল্যবোধ হলো সেসব প্রথা, আচরণগত মান এবং নীতিমালা যেগুলো ব্যক্তি বা কোনো একটি দল বা সংস্কৃতিতে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়।" (Social value is the customs, standards of conduct and principles considered desirable by a culture, a group of people or an individual.) সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তি ও সমাজের অভিন্ন আকাঙ্খার অভিব্যক্তি। আমাদের সমাজের মূলবোধের সাথে যেমন সৌদি আরবের মূল্যবোধের মিল পাওয়া যাবে না, তেমনি করে প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের সমাজের সামাজিক মূল্যবোধের পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের সমাজে কারো সাথে কুশল বিনিময়ে সালাম, নমস্কার অথবা আদাব দেয়া হয়। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে good morning, good afternoon অথবা good evening বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ একটি সমাজের মূল্যবোধগত রীতি আরেকটি সমাজ হতে আলাদা করা যায়। সামাজিক মূল্যবোধ গঠনে বিভিন্ন উপাদান যেমন– ভৌগলিক পরিবেশ, জলবায়ু, স্থানীয় কৃষ্টি, ধর্মীয় বিশ্বাস, যুদ্ধ, সমস্যা, চাহিদা ও সম্পদ প্রভাব বিস্তার করে।

২. ধর্মীয় মূল্যবোধ : সাধারণভাবে ধর্মীয় অনুশাসন এবং নির্দেশনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামগ্রিক বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, রীতি-নীতি, আদর্শ, দর্শন, আচার-আচরণ, মতামত ইত্যাদির সমষ্টি হলো ধর্মীয় মূল্যবোধ। মূল্যবোধ হিসেবে ক্রিয়াশীল ধর্মীয় নীতি, নির্দেশনাগুলো সকল ধর্মেই প্রায় অভিন্ন প্রকৃতির। মানবীয় মর্যাদার স্বীকৃতি, সামাজিক দায়িত্ব, শ্রমের মর্যাদা, আর্তের সেবা, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি ধর্মীয় মূল্যবোধ হিসেবে স্বীকৃত।

৩. ব্যক্তিগত মূল্যবোধ : ব্যক্তিগত মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ, যা ব্যক্তির বিশ্বাসবোধ, রুচিবোধ, ধ্যান-ধারণা ও নীতিবোধ থেকে সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিগত মূল্যবোধের আলোকে ব্যক্তি তার জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। যেমন– আলম সাহেব ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান করেন কিন্তু কালাম সাহেব ভিক্ষুকে ক্ষুদ্র পুঁজি দিয়ে সাহায্য করেন। এক্ষেত্রে দুজনেরই মূল্যবোধ দুস্থ-গরীব ও অসহায়কে সাহায্য করা। তবে দু'জন ভিন্নভাবে সাহায্য করেন।

৪. পেশাগত মূল্যবোধ : পেশাগত মূল্যবোধ প্রতিটি পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। পেশার উদ্দেশ্য ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে মূল্যবোধ পেশাগত কার্যক্রমকে স্বক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা হচ্ছে পেশাগত মূল্যবোধ। পেশাগত মূল্যবোধ এক পেশাকে অন্য পেশা থেকে পৃথক সত্ত্বা দান করে। যেমন– 'গোপনীয়তা বজায় রাখা' সমাজকর্ম পেশার একটি মূল্যবোধ।

সারসংক্ষেপ

মূল্যবোধ একটি আপেক্ষিক ও বিমূর্ত ধারণা, যা মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ বিচারের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। এটি একটি অলিখিত সামাজিক বিধান। মূল্যবোধকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও পেশাগত মূল্যবোধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। মূল্যবোধ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি?

ক) Price খ) Values

গ) Value ঘ) Abstract

পাঠ-৩.৫ সমাজকর্ম মূল্যবোধের ধারণা (Concept of Social Work Values)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৫ সমাজকর্ম মূল্যবোধ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.৫ সমাজকর্ম মূল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা (helping profession), যা সাহায্যার্থীর সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা সমৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে প্রাপ্ত বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সদ্ব্যবহার করে থাকে। অন্যান্য পেশার ন্যায় সমাজকর্মেরও কতিপয় পেশাগত মূল্যবোধ রয়েছে, যা সমাজকর্ম মূল্যবোধ নামে পরিচিত। সমাজকর্ম অনুশীলনে পেশাগত মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মীর জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ কিছু মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে, যা পেশাগত আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণত যেসব আদর্শ, বিশ্বাস, ধারণা, মৌলিক নীতিমালা ও স্বীকার্য সত্যের উপর পেশাদার সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলোর সমষ্টিই হলো সমাজকর্ম মূল্যবোধ। সমাজকর্ম মূল্যবোধ সম্পর্কে জুডিথ সেভেন ও অন্যান্যরা তাঁদের *"Social Work Skill : Demonstrated Begining Direct Practice"* গ্রন্থে বলেন, "সমাজকর্ম একটি অনুশীলনধর্মী পেশা, যা কিছু মৌলিক মূল্যবোধ যেমন– আত্মনিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতায়ন, গোপণীয়তা এবং সকল মানুষের মূল্য ও মর্যাদার বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।" সমাজবিজ্ঞানী চালর্স এ. লেভী (Charles S. Levy) তাঁর *"The Value Base of Social Work"* গ্রন্থে বলেন, "জনগণের পছন্দ, ফলাফল, তাদের অধিকতর পছন্দের ধারণা ও জনগণের সাথে কাজ করার রীতিগত সমষ্টি হলো সমাজকর্ম মূল্যবোধ।"

সমাজকর্ম একটি মানবকল্যাণমুখী পেশাগত কর্মকাণ্ড। সমাজকর্ম অনুশীলন ও সমাজকর্মীর কাজের পরিধি নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশনা প্রদান ও পেশাগত কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সমাজকর্ম মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি বলা যায়, যেসব আদর্শ, বিশ্বাস, ধারণা, নীতিমালা ও স্বীকার্য সত্যের উপর পেশাদার সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলোর সমষ্টিই হলো সমাজকর্ম মূল্যবোধ। যেমন– ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, ব্যক্তির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার, সকলের সমান সুযোগ দান, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মীর আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে ও পেশাগত কর্মকাণ্ড পরিচালনায় যেসব আদর্শ, বিশ্বাস, ধারণা, নীতিমালা অনুসরণ করা হয় সেগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে সমাজকর্ম মূল্যবোধ। যেমন– ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম মূল্যবোধ হচ্ছে–
- ক) সমাজকর্মীর আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভিত্তি
- খ) সাহায্যার্থীর আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভিত্তি
- গ) সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি
- ঘ) সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর আচার-আচরণ পরিচানলনার ভিত্তি

২। নিচের কোনটি সমাজকর্মের মূল্যবোধ?
- ক) সমান সেবাদান
- খ) সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার
- গ) আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ
- ঘ) আচার-আচরণ পরিচালনা

পাঠ-৩.৬ সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালা এবং গুরুত্ব (Values and Ethical Standards of Social Work Profession and Importance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৬.১ সমাজকর্ম মূল্যবোধের বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩.৬.২ সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩.৬.৩ সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.৬.১ সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধের বিকাশ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশ শুরু হলেও ১৯২১ সালে পেশার নৈতিক বিধিমালা ও মূল্যবোধ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম পেশার অন্যতম অগ্রদূত ম্যারী ই. রিচমন্ডের (Mary E. Richmond) ভূমিকা অগ্রগণ্য। সমাজকর্মের নৈতিক বিধিমালা বা মূল্যবোধ প্রণয়নের প্রারম্ভিক প্রয়াস শুরু হয় ১৯২৩ সালে ব্যক্তি সমাজকর্মীদের জন্য একটি নীতিমালা প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে। আর এই নীতিমালার রূপকার ছিলেন ম্যারী ই. রিচমন্ড। পরবর্তীতে ১৯৬০ সালে আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি সমাজকর্মীর নৈতিক বিধিমালা প্রণয়ন করে। এরপর বৃটেন, কানাডা, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়ায় নিজ দেশের অনুশীলনের পেক্ষাপটে সমাজকর্মের মূল্যবোধ প্রণয়ন করা হয়। তবে বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুসরণ করা হয়। সময়ের আবর্তে বিভিন্ন সময়ে সমাজকর্মের নৈতিক বিধিমালায় বিভিন্ন পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সংশোধন করা হয় ১৯৭৯ সালে। এরপর ১৯৮৩, ১৯৯০ এবং সর্বশেষ ১৯৯৬ সালে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়।

৩.৬.২ সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালা

প্রতিটি পেশার ন্যায় সমাজকর্ম পেশারও স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট কতিপয় পেশাগত মূল্যবোধ রয়েছে, যা সেবাদান প্রক্রিয়ার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) সমাজকর্ম পেশার নিম্নোক্ত মূল্যবোধসমূহ উল্লেখ করেছে :

১. ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা (Worth and dignty of individual);
২. মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (Respect to people);
৩. পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তির সামর্থের মূল্যায়ন (Valuing individual's capacity for change);
৪. সেবাগ্রহণকারীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার (Client self-determination);
৫. গোপনীয়তা (Confidentiality and privacy);
৬. ব্যক্তি মানুষকে তাদের প্রতিভা উপলব্ধির সুযোগ প্রদান (Providing individuals with opportunity to realize their potential);
৭. মানুষের সাধারণ মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা (Seeking to meet individuals common human needs);
৮. সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক ন্যায়-বিচারের অঙ্গীকার (Commitment to social change and social justice);
৯. মৌলিক চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত সম্পদ ও সেবা প্রদানের প্রচেষ্টা (Seeking to provide individuals with adequate services and services to meet their basic needs);
১০. সাহায্যার্থীদের ক্ষমতায়ন (Empowerment of client/empowering client);
১১. সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান (Equal opportunity);
১২. বৈষম্য না করা (Non-discrimination);
১৩. মানব বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (Respect to human diversity);
১৪. অন্যের নিকট পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রচারের সদিচ্ছা (Willingness to transmit professional knowledge and skills to others);

Anmando T. Morales এবং Bradford W. Sheafor (1986) তাঁদের, *"Social Work : A Profession of Many Faces"* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "Social work orginates froms humanitarian ideals and democratic

philosophy and has universal application to meet human needs arising from personal-societal interactions and to develop human potential।" তাঁরা সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধসমূহকে তিনটি ধারায় বিভক্ত করে দেখিয়েছেন যথা– ক) মানুষের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ধারণা হিসেবে মূল্যবোধ (values as preferred conceptions of people); খ) মানুষের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ফলাফল হিসেবে মূল্যবোধ (values as preferred outcomes for people); এবং গ) মানুষের সাথে আচরণের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রক্রিয়া হিসেবে মূল্যবোধ (values as preferred instrumentalities for dealing with people)। নিম্নে সমাজকর্ম পেশার প্রধান মূল্যবোধসমূহ আলোচনা করা হলো :

১। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি (Recognition of inherent worth and dignity of individuals) : সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক মূল্যবোধ হচ্ছে প্রতিটি মানুষের সামাজিক মূল্য, সামাজিক সংশ্লিষ্টতা ও সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া। সমাজকর্মীরা প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভা ও মর্যাদায় বিশ্বাসী। কেননা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিলে ব্যক্তির মধ্যে আত্ম-বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং গঠনমূলক ও ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক। তাই সমাজকর্মী প্রতিটি ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

২। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার (Rigth to self-determination) : ব্যক্তির সমস্যা ও তার গভীরতা সম্পর্কে ব্যক্তি নিজেই বেশি অনুভব করতে সক্ষম। সমাজকর্ম অনুশীলনে ব্যক্তির সমস্যার সুষ্ঠু ও নিময়তান্ত্রিক সমাধান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। পেশাগত সম্পর্ক (rapport) স্থাপনের ক্ষেত্রে নীতিটির গুরুত্ব অত্যাধিক। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও আকাংঙ্খার ভিত্তিতে নিজ সমস্যা সমাধানের কোনো না কোনো পরিকল্পনা, যা ব্যক্তির মধ্যে থাকে। এ নীতির মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটে। যার আওতায় ধরে নেয়া হয় যে, Client is able to make approriate decisions in relation to rely on others। তবে সমাজকর্মী তার অবস্থানগত মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রেক্ষিতে সাহায্যার্থীকে কোনো কাজ গ্রহণ ও বর্জনে প্রভাবিত করতে পারবেন। কেননা সাহায্যার্থী কখনো আবেগ তাড়িত হয়ে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যা নিজের ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হতে পারে।

৩। সকলের সমান সুযোগ (Equal opportunity to all) : জাতি-ধর্ম বর্ণ-বয়স-স্তর নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা সমাজকর্মের অন্যতম প্রধান মূল্যবোধ। যদি সকলের সমান সুযোগের নিশ্চয়তা সাধন সম্ভব হয়; ব্যক্তি তার সামর্থ্য, দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নিজের, পরিবারের ও সমাজের উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এছাড়া ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়। সমাজকর্মে সমন্বিত ও সমবেত প্রচেষ্টায় মানুষের মধ্যে স্বাছন্দ্য ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এই মূল্যবোধটি অনুসরণ করা হয়।

৪। স্বনির্ভরতা অর্জন (Self-reliance) : সমাজের মানুষকে স্বনির্ভর হতে উদ্বুদ্ধ করা সমাজের অন্যতম মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত। স্বনির্ভর বলতে মূলত আত্মনির্ভশীল হওয়ার প্রচেষ্টাকে বুঝানো হয়। ব্যক্তির দক্ষতা, যোগ্যতা, ক্ষমতা, সুপ্ত প্রতিভা এবং বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতা অর্জন পারে। অন্যদিকে, স্বনির্ভর ব্যক্তি নিজের সৃজনশীলতা ও উন্নয়নকে উত্তরাত্তোর সমৃদ্ধিতে রূপন্তরিত করে তুলতে সক্ষম। সমাজকর্ম একটি ফলপ্রসূ ও টেকসই সমস্যা সমাধান প্রয়াসী পেশা যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে স্বনির্ভরতা অর্জন নীতি অনুসরণ করে। যেমন– ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মে নিয়োজিত করে স্বনির্ভর করা।

৫। সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার (Proper utilization of resources) : সমাজকর্ম একটি গতিশীল পেশা হিসেবে মানুষকে স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম করার মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী ও ফলপ্রসূ সমাধানে প্রয়াসী। এ লক্ষ্যে সাহায্যার্থীকে তার বস্তুগত সম্পদ ও অবস্তুগত সম্পদ তথা অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলে।

৬। গোপনীয়তা (Confidentiality) : সাহায্যার্থীর প্রদত্ত তথ্য ও তৎপরতা গোপন রাখা সমাজকর্মীর অন্যতম দায়িত্ব। সমাজকর্মীকে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থীর অনেক সংবেদনশীল তথ্য নিয়ে কাজ করতে হয়; যা একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয়। অনেক সময় যা প্রকাশ পেলে সাহায্যার্থীর জন্য বিব্রতকর ও ক্ষতিকর হতে পারে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে গোপনীয় তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে সতর্ক ও দায়িত্বশীল হতে হবে। যদিও সমাজকর্ম অনুশীলনে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বিরল; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেবাদান কার্যক্রম 'আপেক্ষিক গোপনীয়তা সংশ্লিষ্ট' হয়ে থাকে যা সাহায্যার্থীর আত্মমর্যাদা ও স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়ক।

৭। সামাজিক দায়িত্ববোধ (Social responsiblity) : সামাজিক জীব হিসেবে প্রত্যেক মানুষকে তার ভূমিকা সংশ্লিষ্ট সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। মূলত ব্যক্তি নিজের ও সমাজের উন্নয়নের জন্য যে ভূমিকা পালন করে তার সমষ্টিই

হচ্ছে সামাজিক দায়িত্ববোধ। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের নীতিবোধ, বিবেক, বুদ্ধি এবং মহানুভবতা থেকে যেসব দায়িত্ববোধ জন্ম নেয় তাই হচ্ছে সামাজিক দায়িত্ববোধ। যেমন– সমস্যাগ্রস্ত প্রতিবেশীকে সাহায্য করা। সাহায্যার্থীর সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন সামাজিক সুসম্পর্কের সৃষ্টি, অন্যের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান এবং সমস্যা সমাধানে প্রক্রিয়ার স্বক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্ববোধ সমাজকর্মের মূল্যবোধ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

৮। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Holistic approach) : সমাজকর্ম অস্থায়ী বা বিচ্ছিন্নভাবে কোনো সমস্যার সমাধান না করে স্থায়ী সমাধানে প্রয়াস চালায়। তাই ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সামগ্রিক জীবনধারাকে বিবেচনায় আনে। যেমন– দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য সমস্যা নিরসনে মাত্র ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করলে হবে না। তাদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন ও স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্যার সমাধান দিতে হবে তাহলে তা স্থায়ী হবে।

উপরোক্ত মূল্যবোধসমূহ সমাজকর্ম পেশার চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন সমাজকর্মী একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে মূল্যবোধসমূহ অনুসরণ করে।

NASW কর্তৃক ১৯৭৯ সালে প্রণীত সমাজকর্মের পেশাগত নৈতিক মানদণ্ড নীতিমালাগুলো (ethical standard) নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে সমাজকর্মীর ব্যবহার ও সদাচার (Conduct and Comportment as a social worker)

ক. সমাজকর্মী হিসেবে ব্যক্তি পর্যায়ে উত্তম আচরণ ও সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

খ. সমাজকর্মীকে পেশাগত দক্ষতা ও নৈপূণ্য অর্জন এবং পেশাগত অনুশীলনের সাথে কর্ম সম্পাদনে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

গ. সমাজকর্মীকে পেশাগত দায়িত্ব পালনকে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে পেশাগত সততা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সমাজকর্মী দায়িত্ব পালন করবে।

ঙ. অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর নির্দেশনায় সমাজকর্মীরা শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত থাকবে।

২. সাহায্যার্থীর প্রতি সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব (The social worker's ethical responsibilities to clients)

ক. সমাজকর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব হলো সাহায্যার্থীর স্বার্থের প্রতি সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া।

খ. সমাজকর্মীর প্রতিটি পদক্ষেপ সাহায্যার্থীর সর্বাধিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রহণ করা।

গ. সাহায্যার্থীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি সমাজকর্মীকে অবশ্যই যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং পেশাগত সেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যাদির গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

ঘ. সমাজকর্মীকে পারিশ্রমিক নির্ধারণের সময় অবশ্যই সততা ও যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে হবে তা যেন সাহায্যার্থীর সামর্থ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়।

৩. সহকর্মীদের প্রতি সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব (The social worker's ethical responsibility to colleagues)

ক. সমাজকর্মীরা তাদের সহকর্মীদের প্রতি সম্মান, স্বচ্ছতা, শিষ্টাচার ও বিশ্বস্ততা বজায় রেখে আচরণ প্রদর্শন করবে।

খ. পেশাগত দৃষ্টিকোন হতে সহকর্মীদের কাছে অজ্ঞাত সাহায্যার্থীদের প্রতিও সমাজকর্মীদের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকবে।

৪. নিয়োগকারী ও নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমাজকর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব (The social worker's ethical responsibility to employers and employing organizations)

ক. সমাজকর্মী নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবেন।

৫. সমাজকর্ম পেশার প্রতি সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব (The social worker's ethical responsibility to the social work profesion)

ক. সমাজকর্মীকে অবশ্যই পেশাগত মূল্যবোধ, নৈতিক দায়িত্ব, জ্ঞান, ও লক্ষ্যকে ধারণ করতে হবে।

খ. সমাজকর্মীকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে পর্যাপ্ত সেবাদানে পেশাগত সংস্থাকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

গ. সমাজকর্মীকে পেশার অনুশীলনে পেশাগত স্বকীয়তা, পেশার উন্নয়ন ও জ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রয়োগে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৬. সমাজের প্রতি সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব (The social worker's ethical responsibility to society)

ক. সমাজকর্মীকে সমাজের সাধারণ কল্যাণে সচেষ্ট থাকতে হবে।

সুতরাং বলা যায়, সমাজকর্মীর পেশাগত আচরণ, আশা-আকাঙ্খা, কার্যক্রম, প্রত্যাশা ও ভূমিকা সবকিছুই নৈতিক মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এগুলোকে সমাজকর্মের প্রাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৩.৬.৩ সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালার গুরুত্ব

সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালাসমূহ সমাজকর্ম পেশার প্রাণশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। এগুলোর আলোকে সমাজকর্মীর আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। সমাজকর্মীরা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কল্যাণে কাজ করার প্রেক্ষিতে এসব পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা গড়ে উঠেছে। সমাজকর্ম পেশার সফলতা নির্ভর করে এগুলো যথাযথ অনুশীলনের উপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন সমাজকর্মী একজন ভিক্ষুককে সাহায্যার্থী হিসেবে গ্রহণ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে সাহায্যার্থীকে ভিক্ষুক হিসেবে মূল্যায়ন না করে ব্যক্তি হিসেবে তার পূর্ণ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। তাকে আত্মনির্ভরশীল ও উপার্জনক্ষম হওয়ার জন্য সমাধান প্রক্রিয়ায় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়ে সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ সমাধান দেয় হয় যা একজন ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবিন উইলিয়ামস (Robin Williams) সমাজকর্ম অনুশীলনে মূল্যবোধের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেন– ১) মূল্যবোধ ধারণগত উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত যা অনুভূতি, আবেগ, প্রতিক্রিয়া অথবা তথাকথিত চাহিদার ঊর্ধ্বে। মূল্যবোধ ব্যক্তির তাৎক্ষনিক অভিজ্ঞতার নিয়ত পরিবর্তনেও নিরপেক্ষ থাকে; ২) মূল্যবোধ আবেগীয় প্রেষণা দ্বারা প্রকৃত অথবা প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবিত হতে পারে; ৩) মূল্যবোধ কার্যক্রমের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়; কিন্তু লক্ষ্য নির্ধারণের উপায় হিসেবে চিহ্নিত এবং ৪) মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ, অতি তুচ্ছ বা নগণ্য নয়।

সমাজকর্ম মূল্যবোধের পাশাপাশি সমাজকর্মের পেশাগত নীতিমালা ও সমাজকর্মীর জন্য অত্যাবশ্যক। এ সকল নীতিমালাগুলো সমাজকর্মীর ব্যবহার ও সদাচার নিয়ন্ত্রণ করে এবং নৈতিক দায়িত্ববোধকে প্রাধান্য দেয়। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থীর সর্বাধিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চিয়তা প্রদানে এই নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ। সহকর্মীদের প্রতি সম্মান, স্বচ্ছতা, শিষ্ঠাচার ও বিশ্বাস রক্ষা এবং সাহায্যার্থীর প্রতি পেশাদারী আচরণের নির্দেশনা প্রদানে এই নীতিমালা তাৎপর্যপূর্ণ। আরমাণ্ডো টি. মারলস ও বি. ডব্লিউ. শেফর (১৯৮৬) এর মতে, "সমাজকর্ম একটি মূল্যবোধ পরিচালিত (value guided) পেশা। সমাজসেবা ব্যবস্থায় মূল্যবোধ সমাজকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতার মাঝে ছাঁকনি হিসেবে কাজ করে।" (Social work is a value guided profession. Values becomes a filter between the available knowledge and the skills used by the social worker in providing services)

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম একটি মূল্যবোধ ও নীতিমালা নির্দেশিত পেশাদার কর্মকাণ্ড। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, সকলের সমান সুযোগ, স্বনির্ভরতা অর্জন, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার গোপনীয়তা রক্ষা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ হচ্ছে সমাজকর্মের প্রধান মূল্যবোধ। এছাড়া পেশাগত নীতিমালার মধ্যে রয়েছে পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে সমাজকর্মীদের ব্যবহার ও সদাচার, সাহায্যার্থীর প্রতি সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব, সহকর্মীদের প্রতি সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব, নিয়োগকারী ও নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমাজকর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব এবং সমাজের প্রতি সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব। সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মীদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে পেশাগত মান অর্জনের চাবিকাঠি হিসেবে এসব পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। NASW কর্তৃক প্রণীত সমাজকর্মের পেশাগত নীতিমালা কয় ভাগে বিভক্ত?

ক) পাঁচ ভাগে খ) ছয় ভাগে
গ) সাত ভাগে ঘ) আট ভাগে

২। সর্বপ্রথম কত সালে সমাজকর্ম পেশার নৈতিক বিধিমালা ও মূল্যবোধ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়?

ক) ১৯২০ খ) ১৯২১
গ) ১৯২২ ঘ) ১৯২৩

পাঠ-৩.৭ পেশা হিসেবে সমাজকর্ম (Social Work as a Profession)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৭.১ পেশাগত মানদণ্ডের আলোকে সমাজকর্ম পেশা কি না তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.৭.২ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা কি না তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৩.৭.১ পেশাগত মানদণ্ডের আলোকে সমাজকর্ম পেশা

বর্তমানে সমাজকর্ম একটি পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কারো কারো মতে, এটি একটি মানব সেবামূলক পেশা (a human service profession)। তবে অনেকের ধারণা, দান-খয়রাত, সাহায্য-সহায়তার মতো যে কোনো মানব কল্যাণমূলক ও সেবামূলক কাজই সমাজকর্ম। তাদের মতে, অর্থ, সামর্থ্য, সময় ও সদিচ্ছা থাকলে সে কেউই সমাজকর্ম করতে পারে। যে কারণে সমাজকর্মকে স্বতন্ত্র কোনো পেশার মর্যাদা দিতে তাদের আপত্তি রয়েছে। মূলত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দরুন তারা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। নিঃসন্দেহে চিকিৎসা, আইন, শিক্ষকতা ইত্যাদি পেশার ন্যায় সমাজকর্মও একটি পেশা। কেননা যে সকল মানদণ্ডের নিরিখে একটি জীবিকা বা বৃত্তিকে পেশা বলা হয়ে থাকে,সেই বিশ্লেষণে সমাজকর্ম একটি পেশা। সমাজবিজ্ঞানী গ্রীনউড (Greenwood) ১৯৫৭ সালে এবং বোয়েহম (Bohem) ১৯৫৯ সালে পেশার বৈশিষ্ট্যের আলোকে সমাজকর্মকে পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে গ্রীণউড বলেন, "প্রত্যেক পেশার যে পেশাগত মানদণ্ডের কথা বলা হয়, সমাজকর্মে তার সবগুলোর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।" সমাজকর্মের পেশাদারিত্ব সম্পর্কে W. A. Friedlander এবং R. Z. Apte বলেন, "Social work as a profession does hold a major mandate to work toward social betterment through established methods and institusionalized roles।" পেশার পাঁচটি মৌলিক উপাদান যেমন– উদ্দেশ্য (purpose), মূল্যবোধ (values), ক্ষমতাদান (sanctions), জ্ঞান (knowledge) ও দক্ষতা (skills) সমাজকর্মের মধ্যে বিদ্যমান। এছাড়া সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ প্রয়োগ করে সাহায্যার্থীর মধ্যে ইতিবাচক ও পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নে কাজ করে থাকে। নিম্নে পেশার মানদণ্ড বা বৈশিষ্ট্যের আলোকে সমাজকর্ম কীভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা তা তুলে ধরা হলো :

১. সুশৃংখল জ্ঞানভাণ্ডার (Systematic body of knowledge) : প্রত্যেক পেশার মতো সমাজকর্মের সুশৃংখল, সুস্পষ্ট ও প্রচারযোগ্য জ্ঞান (systematic, clarified and transmisible body of knowledge) রয়েছে। সমাজকর্ম অনুশীলনে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধান করে আত্মনির্ভরশীল করার ক্ষেত্রে মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। এছাড়া সমাজকর্মীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে পেশাগত যোগ্যতার অধিকারী হয়।

২. তাত্ত্বিক ভিত্তি (Theoritical basis) : সমাজকর্মে বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক তাত্ত্বিক ভিত্তি রয়েছে। সমাজকর্ম পেশার অনুশীলনে ও জ্ঞানের সমৃদ্ধিতে এসব তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্মে তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জন করে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর সমাজকর্মী হতে হয়। সমাজকর্মের বহুল ব্যবহৃত তত্ত্বগুলোর মধ্যে ব্যবস্থা তত্ত্ব (system theory) ও ভূমিকা তত্ত্ব (role theory) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পেশা হিসেবে সমাজকর্মের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে এসব তাত্ত্বিক ভিত্তি।

৩. বিশেষ নৈপূণ্য ও দক্ষতা (Special art & skills) : সকল পেশার পেশাজীবীদের বিশেষ নৈপূণ্য ও দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। সমাজকর্মেও দক্ষ ও নৈপূণ্যের অধিকারী সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। একজন দক্ষ সমাজকর্মীর মধ্যে সহমর্মিতা (empathy), আত্মবিযুক্ত ভালোবাসা (non-possessive warmth), আন্তরিকতাসহ (genuiness) কিছু শৈল্পিক বিষয় থাকে যা পেশাগত নৈপূণ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৪. পেশাগত দায়িত্ব (Professional responsibility) : পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা প্রতিটি পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা সমাজকর্মেও বিদ্যমান। বর্তমানে পেশাদার সমাজকর্ম কোনো দরদী বা দানশীল ব্যক্তির পূণ্য অর্জনের নিমিত্তে কোনো কাজ নয়। সমাজকর্মী পারিশ্রমিক প্রাপ্ত একজন পেশাদারকর্মী, যাকে কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়।

৫. পেশাগত মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড (Professional values and code of ethics) : সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মীরা কতগুলো পেশাগত মূল্যবোধ ও নৈতিক বিধিমালা অনুসরণ করে যা তাদের পেশাগত আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে পেশার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার, সকলের সমান সুযোগ, সম্পদের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধ। সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠন কর্তৃক প্রণীত পেশাগত নৈতিক বিধিমালা সমাজকর্মীরা অনুসরণ করেন। আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম সমাজকর্মের নৈতিক বিধিমালা প্রণয়ন করে।

৬. পেশাগত সংগঠন (Professional Organization) : পেশার মানোন্নয়ন ও পেশাজীবীদের সার্থ সংরক্ষণে প্রতিটি পেশার পেশাগত সংগঠন থাকে। সমাজকর্ম পেশার বিস্তৃতি বিকাশ, মর্যাদা রক্ষা তথা মনোন্নয়নের জন্য সকল দেশেই পেশাগত সংগঠন রয়েছে। যেমন– আমেরিকায় National Association of Social Workers (NASW), Council for Social Work Education (CSWE) ও American Association of School Social Work (AASSW), যুক্তরাজ্যে BASW, বাংলাদেশে Bangladesh Council for Social Work Education (BCSWE), ফিলিপাইনে PASWI, অস্ট্রেলিয়ায় Australian Association of Social Worker (AASW), Australian Association for Social Work Education (AASWE) ও Australian Association for Social Work and Welfare Education (AASWWE), জাপানে Japaneese Association of Schools of Social Work, চীনে China Social Workers Association (CSWA) ও China Association of Social Work Education (CASWE) ছাড়াও International Federation of Social Workers (IFSW), International Association of Schools of Social Work (IASW), APASWE, National Association of School of Social Administnation (NASSA) ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ১৯১৮ সালে আমেরিকায় হাসপাতাল সমাজকর্ম সমিতি গঠনের মধ্যে দিয়ে সমাজকর্মের প্রথম পেশাগত সংগঠনের সূত্রপাত হয়।

৭. পেশাগত কর্তৃত্ব (Professional authority) : সমাজকর্ম পেশায় পেশাগত কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব পরায়ণ যা সমস্যা, সমাধান প্রক্রিয়ায় আস্থা আনয়নে বিশেষ উপযোগী। সমাজকর্মী বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ায় পেশাগত কর্তৃত্ব বজায়ে সক্ষম। স্কুল সমাজকর্ম, চিকিৎসা সমাজকর্মসহ অন্যান্য কোনো সমাজকর্মীরা পেশাগত কর্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ভূমিকা পালন করে।

৮. জনকল্যাণমুখীতা (Mass welfare) : সকল পেশারই অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনকল্যাণমুখীতা। সমাজকর্ম জনকল্যাণের সার্বিক দিক নিয়ে কাজ করে থাকে। জনকল্যাণের জন্য সমাজকর্ম পেশা সর্বদা নিয়োজিত। কেননা সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সুসংগঠিত সেবার মাধ্যমে সর্বাধিক উন্নত ও সুখী সমাজ গঠন করা।

৯. উপার্জনশীলতা (Income oriented) : পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপার্জনশীলতা, যা সমাজকর্মের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। সমাজকর্ম কোনো ইচ্ছা নির্ভর বা স্বেচ্ছাভিত্তিক কর্মকাণ্ড নয়। সমাজকর্মীরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সেবা প্রদান করে থাকে। এজন্য সমাজকর্মীকে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও নৈপূণ্য অর্জন করতে হয়। উন্নত বিশ্বে লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত সমাজকর্মীরা সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

১০. পেশাগত স্বীকৃতি (Professional recognition) : বিশ্বের উন্নত ও কতিপয় উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম পেশার পেশাগত স্বীকৃতি রয়েছে । বর্তমানে আধুনিক উন্নত বিশ্বে সমাজকর্ম একটি গতিশীল ও পূর্ণাঙ্গ পেশার মর্যাদা অর্জন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬১ সালে সমাজকর্মকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, কানাডাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃত।

সার্বিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, পেশার মানদণ্ডের আলোকে সমাজকর্ম একটি পেশা। সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার প্রাথমিক পর্যায় ছিল বিতর্কমূলক। উল্লেখ্য, সমাজবিজ্ঞানী Abram Flexner (১৯১৫), Ernet Hollis ও Alice Tylor (১৯৫১) প্রমুখ সমাজকর্মকে পূর্ণাঙ্গ পেশাগত মর্যাদা প্রদানে নেতিবাচক অভিমত রাখেন। কিন্তু পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে প্রায় সকল মনীষীর স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে

সমাজকর্ম পেশা হিসেবে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, সমাজকর্ম একটি পেশা; কারণ পেশার সকল বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড এটি পূরণ করেছে।

৩.৭.২ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা কি না

বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম যে একটি পেশা তা নিয়ে বির্তকের কোনো অবকাশ নেই। তবে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা কি না তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে সমাজকর্মের নিজস্ব জ্ঞান ভাণ্ডার রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পেশাদার সমাজকর্মী তৈরির লক্ষ্যে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর, এম.ফিল, ও পিএইচ.ডি. শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োগ করে বিশেষ নৈপূণ্য ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ার জন্য সমাজকর্ম শিক্ষায় স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কমপক্ষে ৬০ কর্মদিবস করে আবশ্যিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। অন্য যে কোনো পেশার চেয়ে সমাজকর্ম অধিক জনকল্যাণমুখী। বাংলাদেশেও সমাজকর্মী দ্বারা যেসব কর্মসূচি পরিচালিত হয় তা সমাজের মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মীরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যথাযথ পেশাগত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট। সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধগুলো বাংলাদেশের সমাজকর্মীরা পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনুসরণ করে থাকেন। এছাড়া তারা NASW কর্তৃক ১৯৬০ সালে নির্ধারিত পেশাগত নীতিমালা বা বিভিন্ন নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলেন। তবে বাংলাদেশে BCSWE ব্যতীত তেমন কোনো পেশাগত সংগঠন নেই। এছাড়া বিভিন্ন কারণে সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে এখনও পুরোপুরি স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। বাংলাদেশে সমাজকর্ম প্রায় সবগুলো বৈশিষ্ট্যপূরণ করলেও জোরালো পেশাগত সংগঠন ও সামগ্রিক স্বীকৃতি না পাওয়ার ফলে এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা বলা যায় না। তবে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পূর্ণাঙ্গ পেশার স্বীকৃতি লাভ করবে।

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে সমাজকর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে স্বীকৃত। কেননা পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ডের আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে, অন্যান্য পেশার মত সমাজকর্মও সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সমাজকর্ম সুশৃংখল জ্ঞানভাণ্ডার, তাত্ত্বিক ভিত্তি, বিশেষ নৈপূণ্য ও দক্ষতা, পেশাগত দায়িত্ব, পেশাগত কর্তৃত্ব, জনকল্যাণমুখীতা, উপার্জনশীলতাসহ সকল বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়ায় পেশাগত স্বীকৃতি রয়েছে। তাই সমাজকর্ম নিঃসন্দেহে একটি পেশা। বাংলাদেশে শক্তিশালী পেশাগত সংগঠন ও সামাজিক স্বীকৃতি তথা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির অভাবে পেশার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পূরণ করা সত্ত্বেও পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তবে আশা করা যায় সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন বাংলাদেশে সমাজকর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্মের অবস্থান কি?
ক) পেশাগত স্বীকৃতি প্রাপ্ত খ) পেশাগত স্বীকৃতি প্রাপ্ত নয়
গ) পেশাগত স্বীকৃতি লাভের পর্যায়ে ঘ) পেশাগত স্বীকৃতি পাবে না

২। বাংলাদেশে সমাজকর্ম পূর্ণাঙ্গ পেশা না হওয়ার প্রধান প্রতিবন্ধকতা কোনটি?
ক) পেশাগত সংগঠনের অভাব খ) রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির অভাব
গ) পেশাগত নীতিমালার অভাব ঘ) তাত্ত্বিক ভিত্তির অভাব

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সমাজে মানুষের আচরণের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে কোনটি?
ক) সামাজিক মূল্যবোধ খ) ধর্মীয় মূল্যবোধ
গ) রাজনৈতিক মূল্যবোধ ঘ) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ

২। Armando T. Morales এবং Bradford W. Sheafor সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধকে কয়টি ধারায় বিভক্ত করেছেন?

ক) দুইটি খ) তিনটি
গ) চারটি ঘ) পাঁচটি

৩। আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) প্রণীত সমাজকর্মের মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে–

i. ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি ii. মানব বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন
iii. সুবিধাভোগীদের ক্ষমতায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। সমাজবিজ্ঞানী Earnest Greenwood পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন–

i. সুশৃংখল জ্ঞান ভাণ্ডার
ii.পেশাগত কর্তৃত্ব
iii. পেশাগত সংস্কৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে–

i. পেশা হতে হলে বৃত্তি হতে হবে ii. সকল পেশাই বৃত্তি iii. সকল বৃত্তিই পেশা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। সমাজকর্ম পেশা গুরুত্বপূর্ণ–

i. সমস্যার কার্যকর সমাধানে
ii. সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করায়
iii. কাঙ্খিত ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। সমাজকর্ম পেশা ও সমাজকর্মীর আচরণ-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে–

i. পেশাগত মূল্যবোধ ii. নীতিমালা iii. সংগঠন
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপটি পড়ুন এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

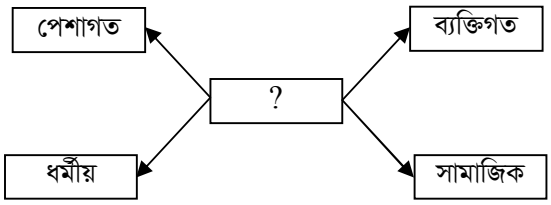

৮। উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে?
ক) আদর্শ খ) নীতিমালা
গ) মূল্যবোধ ঘ) প্রথা

৯। উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে প্রত্যয়টির গুরুত্ব হলো–
i. ভালো-মন্দ নির্ধারক
ii. আচার-আচরণ পরিচালনা
iii. নৈতিক ও অনৈতিক দিক নির্ধারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :
মাহমুদা আক্তার ঢাকা মেডিকেলের সমাজসেবা বিভাগে সমাজকর্মী হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি হাসপাতালে দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের সাহায্য প্রদান করেন। কিন্তু তিনি প্রায়ই সাহায্যার্থীর সাথে খারাপ আচরণ করেন এবং আপত্তিকর শব্দ প্রয়োগ করেন। ফলে কর্তৃপক্ষ তাকে নোটিশ দিয়েছে।

১০। মাহমুদা আক্তারের আচরণে সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধটির অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়?
ক) ব্যক্তির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার খ) ব্যক্তির সমান সুযোগ দান
গ) ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি ঘ) সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

১১। উদ্দীপকটিতে সমাজকর্মের কোন শাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক) সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্ক খ) স্কুল সোশ্যাল ওয়ার্ক
গ) মেডিকেল সোশ্যাল ওয়ার্ক ঘ) ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :
ঊষা একজন গৃহিণী। তিনি তার চার সন্তান রাঙ্গা, ফুলু, শিলু ও রানাকে পড়ালেখা করিয়েছেন। তার স্বামী বিভু খুব একটা শিক্ষিত নন। তিনি একজন ব্যবসায়ী। ঊষার দুই সন্তান রাঙ্গা ও ফুলু শিক্ষকতা করেন। শিলু ও রানা ব্যাংকে কর্মরত আছে। ঊষাকে সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করে মনি নামের একটি মেয়ে। বিনিময়ে মনিকে প্রতি মাসে এক হাজার পাঁচশত টাকা দেয়া হয়।

১২। উদ্দীপকটিতে কাদের কাজকে বৃত্তি বলা হবে?
ক) ঊষা ও মনি খ) ঊষা, মনি ও বিভু
গ) মনি ও বিভু ঘ) ঊষা ও বিভু

১৩। উক্ত কাজকে কেন বৃত্তি বলার কারণ–
i. বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতায় অভাব
ii. পেশাগত সংগঠনের অবশ্যকতা নেই
iii. জনকল্যাণমুখী নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৪। অরুন্ধতী একজন ব্যক্তি সমাজকর্মী হিসেবে টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র কর্মরত আছেন। তিনি উক্ত কেন্দ্রের নিবাসীদের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন না। তিনি প্রয়োজন মোতাবেক নিবাসীদের স্বাধীনতা প্রদান করেন। এক্ষেত্রে অরুন্ধতী সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধটি অনুশীলন করছেন।
ক) স্বনির্ভরতা খ) ব্যক্তি মর্যাদার স্বীকৃতি
গ) সকলের সমান সুযোগ দান ঘ) আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার

১৫। প্রফেসর ড. আবুল হোসেন স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের ক্লাসে একটি বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। তিনি বিষয়টির ধারণা দিতে গিয়ে বলেন যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচরণ আচার, ব্যবহার ও রীতিনীতিকে পরিচালিত করে এবং সমাজভেদে পরিবর্তনশীল ও আপেক্ষিক। বিষয়টি কী ?

ক) আদর্শ খ) নীতিমালা

গ) মূল্যবোধ ঘ) সংস্কৃতি

খ. সৃজনশীল

১। নাসিমা আক্তার একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত অসহায় নারীদের নিয়ে কাজ করেন। মুনিরা বেগম একজন সেবাগ্রহীতা। তিনি তার দাম্পত্য জীবনের অনেক কথা নাসিমা আক্তারের কাছে বলেন। নাসিমা আক্তার বিষয়টি গোপন রাখেন এবং মুনিরা বেগমকে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে সমাজে পুনর্বাসন করেন। ফলে মুনিরা বেগম তার জীবনের মূল স্রোতধারায় ফিরে এসেছেন। কেননা বর্তমানে সমাজ তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

ক) Rapport শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কি? ১

খ) বৃত্তি বলতে কী বুঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে নাসিমা আক্তার কর্তৃক সেবাগ্রহীতায় সমস্যা সমাধানে প্রয়োগকৃত মূল্যবোধটির বর্ণনা দিন। ৩

ঘ) সেবাগ্রহীতার সমস্যা সমাধানে নাসিমা আক্তার আর কোন মূল্যবোধগুলো প্রয়োগ করেছেন? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। অপূর্ব পাল এমবিবিএস পাশ করে একটি সরকারি হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি রোগীদের রোগ নিরাময়ে তার অর্জিত বিষয়ের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করেন। তিনি বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের একজন সদস্য। অন্যদিকে বাচ্চু মিঞা একজন ব্যবসায়ী। সে মুরগীর ডিম ও মুরগী বিক্রি করে তার জীবিকা নির্বাহ করেন।

ক) মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ লিখুন। ১

খ) সমাজকর্ম মূল্যবোধ বলতে কী বুঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত অপূর্ব পাল ও বাচ্চু মিঞার কাজের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন। ৩

ঘ) অপূর্ব পাল ও বাচ্চু মিঞার কাজের বৈসাদৃশ্যসমূহ উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ : ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ : ১। ক ২। ক ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ : ১। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ : ১। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫ : ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬ : ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭ : ১। ক ২। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৩ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ ৭। ক ৮। গ ৯। ঘ
১০। গ ১১। গ ১২। ক ১৩। ক ১৪। ঘ ১৫। গ